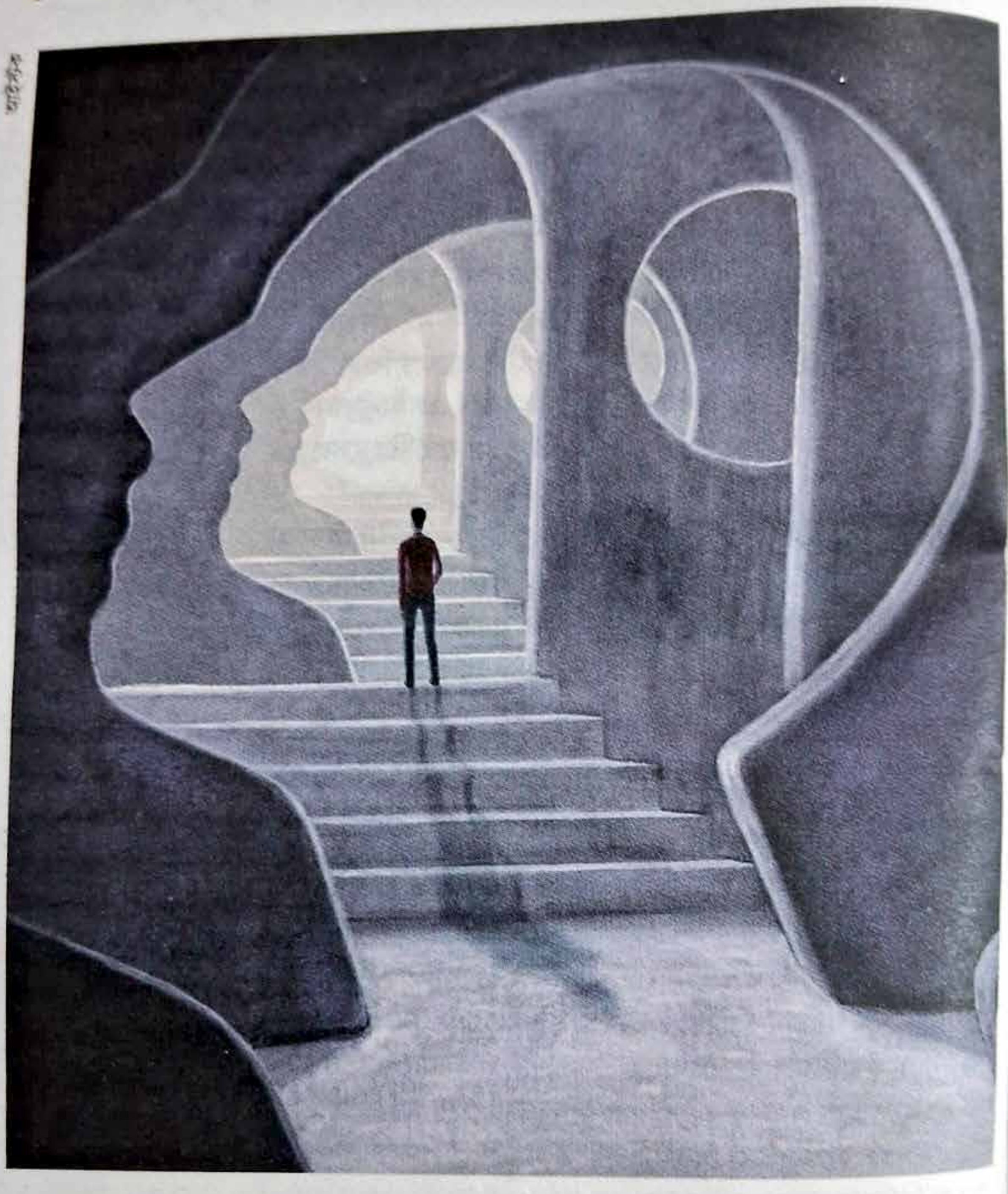


আইনস্টাইন

আন্তর্জাল থেকে মুদ্রিত অক্ষরে

পৃথা কুণ্ডু

এই সঙ্কলনে রয়েছে ভিন্ন স্বাদের গল্প। বহুস্তরীয় বাস্তবধর্মিতা থেকে পরাবাস্তব, জাদুবাস্তবের জগতে তাদের আনাগোনা।

বাংলা সাহিত্যের অভিমুখ গত দু'দশকে মুদ্রিত গ্রন্থ-পত্রপত্রিকা থেকে সরে এসে ক্রমেই আন্তর্জাল-নির্ভর হয়েছে। প্রথম আন্তর্জাল পত্রিকা হিসেবে পরবাস-এর গুরুত্ব সেক্ষেত্রে বিশিষ্টতা দাবি করে। পরবাস-এর সাহিত্যসম্ভার প্রকাশকাল এবং সংখ্যা অনুযায়ী আন্তর্জালে সংরক্ষিত, এবং 'উৎসাহী পাঠকের কি-বোর্ডের নাগালে', কিন্তু আজও এমন অনেক পাঠক আছেন যাঁরা দু'মলাটের মধ্যে ধরা ছাপা

পরবাস গল্প সংকলন (প্রথম খণ্ড)
নির্বাচন ও সম্পাদনা: সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়
পরবাস। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-৭৪৩৩৭২
৩৯৫.০০

অক্ষরের দুনিয়াতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। মূলত তাঁদের কথা ভেবেই *পরবাস*-এ প্রকাশিত প্রায় হাজার দেড়েক গল্পের মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু গল্পের এই সঙ্কলন মলাটবন্দি হয়েছে— 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ সে তথ্য প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন সমীর ভট্টাচার্য।

পরবাস গল্প সংকলন-এ রয়েছে বিভিন্ন স্বাদের গল্প। বহুস্তরীয় বাস্তবধর্মিতা থেকে পরাবাস্তব, জাদুবাস্তবের জগতে তাদের আনাগোনা। 'অবিকল্প' শিরোনামে সঙ্কলনের প্রথম গল্পটিতেই এক মায়াভরা জাদুবাস্তবের আয়নায় প্রেম, প্রকৃতি, জীবজগৎ আর সাপুড়ে বাঁশির সুর একাকার হয়ে যায়। নায়িকা রূপান্তরিত হয় কালনাগিনীতে, আর নায়কের রূপান্তর ঘটে তরুদেহে— আদিম লোককথা, উপকথা বা রূপকথায় বহু প্রচলিত এ জাতীয় রূপান্তরের পুরাকল্প ও রূপক-ব্যবহার পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। লেখক দিবাকর ভট্টাচার্য বর্তমানে প্রয়াত। সমরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'সঞ্জীবনী' গল্পটি স্বপ্ন, ইতিহাস আর প্রাচীন সাহিত্যের আবেশে ঘোরাফেরা-শেষে ফিরে আসে বাস্তবের মাটিতে, জাগিয়ে রাখে মৃদু কৌতুকের রেশও।

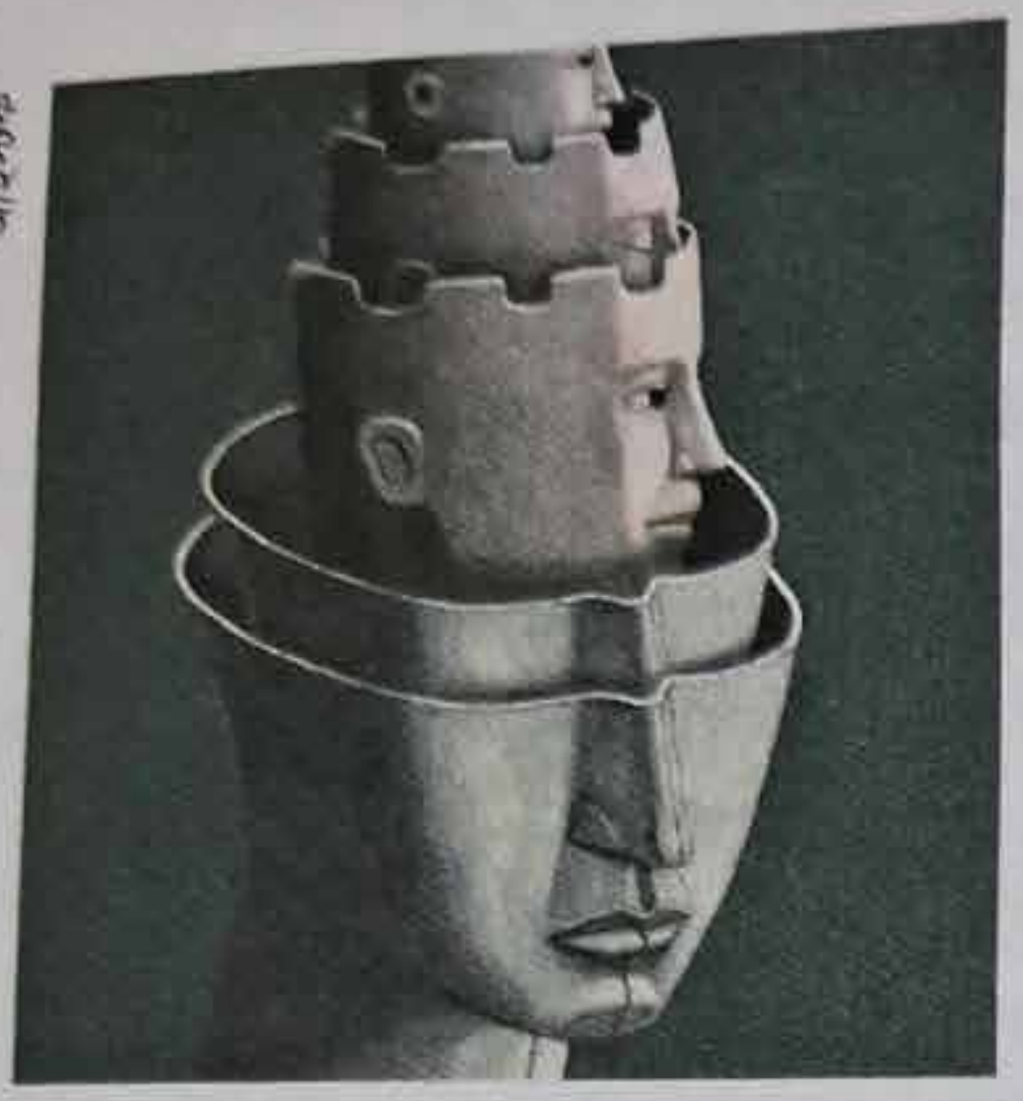
চেতন আর অবচেতনের সংলাপ, পরাবাস্তব এবং জাদুবাস্তবের মিশ্র শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে এই সঙ্কলনের একাধিক গল্পে। সম্বিৎ বসুর 'দ্য লাস্ট সোনাটা' গল্পটি ভ্রমণকাহিনির আদলে শুরু হয়ে শেষ হয় অতিপ্রাকৃতের মানবিক অনুভবে—মাস্কুলার ডিসট্রফিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে ঝরে যাওয়া এক তরুণ পিয়ানোবাদকের আত্মা তার মৃত্যুদিনে ফিরে আসে নিজের বাবাকে বেঠোভেনের সেই বিখ্যাত 'শেষের সুর' শোনাতে—তার পরোক্ষ সাক্ষী হয়ে থাকেন সহযাত্রী পর্যটকও। অতিলৌকিকের আবহ কিন্তু কোথাও মানবিক আবেগ, উপলব্ধি ও বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে খর্ব করে না। ইন্দ্রনীল দাশগুপ্তের 'বুধ বুখারের ইচ্ছেস্বপ্ন' আর মুরাদুল ইসলামের 'শেষ গল্প' যেন একে অন্যের পরিপূরক। জাদুবাস্তব আর পরাবাস্তবের আধারে রচিত দু'টি গল্পই। প্রথমটি আকারে, দৈর্ঘ্যে, আঙ্গিকে 'উপন্যাসিকা' আখ্যা পেতে পারে, কাহিনির শেষে পাদটীকা জানায়, এটি লেখকের 'অপ্রকাশিত উপন্যাস থেকে'। জ্বরের ঘোরে দেখা স্বপ্নের সঙ্গে মিলে যায় দেশভাগের যন্ত্রণা, নারকীয় হত্যা, পরিচয়হীন শিশুদের অস্তিত্বের সঙ্কট আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে গ্রেনেড আর ছুঁচ বহন করে চলা এক রহস্যময় ডাক্তারের কথন। অন্য দিকে 'শেষ গল্প' আয়তন এবং আঙ্গিকের নিরিখে নিতান্তই ছোট গল্প। আপাতদৃষ্টিতে 'লেখক' হতে চেয়েও হতে না-পারা এক ব্যক্তির সহজ-সরল আত্মকথন মনে হলেও, কাহিনি-শেষের চমক পাঠককে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করে—"সেবাদানকারী মহিলাটি বিরক্ত মুখ নিয়ে আমার পাশের টেবিলে বসে কী যেন লিখে যাচ্ছে। আমার কথা তার কাছে গুরুত্বহীন বলে সে হয়তো মনে করছে, কিন্তু আমি আমার এই নব্বই বছরের জীবনাবসানের পরে, অনাত্মীয় এই সরকারি বৃদ্ধাশ্রমে মৃতদেহ হয়ে পড়ে থেকে জেনেছি, আমার কথাগুলিই ওই মহিলাটির জীবনের জন্য, এবং অন্যদের জন্যও সবচাইতে দরকারি কথা।"

বাস্তবধর্মী, সামাজিক গল্পগুলিও বিচিত্র স্বাদের—সেখানে কখনও একাধিক মানুষের জটিল সম্পর্কের উন্মোচন, কখন বিশ্বজনীন মানবতার অস্তিত্বের সঙ্কট—বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মধ্যে। 'উত্তমে অধম' গল্পে লুনা রাহনুমা নিয়ে আসেন উত্তমকুমার-অভিনীত চলচ্চিত্র জগতের অনুষঙ্গ। রুপোলি পর্দায় মহানায়কের বিবিধ চরিত্রায়নের সমান্তরালে বাস্তবের এক সুদর্শন, নায়কোচিত ব্যক্তিত্বকে ঘিরে ভালমন্দের, সত্য-অসত্যের ভাবনা-যাপন ধরা দিয়েছে এই গল্পে। বিশ্বদীপ সেনশর্মা তাঁর 'আত্মজা' গল্পে তুলে ধরেছেন বিচিত্র এক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের দিশা। রঞ্জন রায়ের

'আহার-নিদ্রা-মৈথুন' গল্পে ফুটে উঠেছে এক অতিসরল, সারা জীবন নানা ভাবে প্রতারিত হতে হতেও হার-না-মানা এক সাধারণ মানুষের জীবনদর্পণ। গান্ধর্বিকা ভট্টাচার্যের 'জিগোলো' গল্পটির নামকরণেই তার পরিচয়। জীবন ও জীবিকার স্বার্থে দেহব্যবসায় ঢুকে পড়া তরুণের আশা-হতাশা-স্বপ্ন-কল্পনার বুননে বাস্তবতার মধ্যেও এক ধরনের রোমান্টিকতার সন্ধান করেছে এই গল্প। সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের কলমে ধরা দিয়েছে প্রেমিককে খুন করে স্বামীর কাছে ফিরে আসা এক নারীর অপরাধ-পরবর্তী 'ট্রমা'-যাপনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রেম ও দাম্পত্যের এক জটিল সম্পর্কের জাল। গল্পের নাম 'নয়ন জেলের নৌকো'। রুমঝুম ভট্টাচার্যের 'নুনে পোড়া' গল্পটির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে গুজরাতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পটভূমিতে। স্বামীর কর্মসূত্রে সেখানে এসে সংসার পেতেছে মোহনা। নাগরিক সমাজ থেকে বিচ্যুত, উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপনে ক্লান্ত এই গৃহবধূর নিঃসঙ্গতার বেদনাকে শেষ অবধি ছাপিয়ে যায় নুনের খেতে কাজ করতে করতে মৃত শ্রমিকদের যন্ত্রণা—"সারা জীবন নুনে দাঁড়িয়ে কাজ করে বলে সারা শরীর পুড়লেও চিতার আগুন নুন শ্রমিকের পা দু'খানা পোড়াতে পারে না। তাই আলাদা করে সে দু'খানাকে সমাধিস্থ করতে হয় নুনের খেতে।"

দময়ন্তী বসু সিংহ-র গল্প 'চতুর্থ পুরুষ' এক স্বাধীনচেতা নারীর বহুতর এবং বহুমাত্রিক সম্পর্কের উদ্‌যাপন-আখ্যান—একটি চিঠির আকারে লেখা। অংশুমান গুহ তাঁর *দিন তো গেল* গল্পে মিলিয়েছেন দ্বিতীয় পক্ষ-কথনশৈলীর সঙ্গে রহস্য আর মনস্তত্ত্বের জালে ঘেরা এক ধরনের কল্পজগৎ। বিষয়বস্তু আর আঙ্গিক— দু'দিক থেকেই গল্পটি অভিনবত্বের দাবি রাখে। সুদূর ভবিষ্যতে ঘটমান ডায়েরির আকারে লেখা 'সদানন্দের (অ)বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা' কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়েছে রহস্য, রোমাঞ্চ আর সম্ভাব্য বাস্তবতার কিছু উপাদান। লেখক পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়।

এই জাতীয় ছক-ভাঙা রচনার পাশাপাশি রয়েছে ছিমছাম, সরল, মানবিক আবেদনে ভরপুর সহজিয়া-স্বাদের বেশ কয়েকটি গল্পও। ভবভূতি ভট্টাচার্যের লেখা 'পরি' গল্পটির বিষয়বস্তু নতুন কিছু নয়—অবসরপ্রাপ্ত এক অফিসার নিজের ছেলের ফ্যাক্টরির অনুমোদনের জন্য ডি এম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে জানতে পারেন, তাঁর একসময়ের অধস্তন কর্মচারীর ছেলে আজ সেই পদে অধিষ্ঠিত। চরিত্রগুলির অতীতের স্মৃতি, বর্তমান অবস্থান, শ্রেণিচেতনা—সবকিছুর ঊর্ধ্বে জেগে থাকে দুই বৃদ্ধ পিতার নতুন করে পরস্পরকে চেনার মুহূর্তগুলি। এ জাতীয় অনেক গল্প আগে পড়া থাকলেও, নতুন করে



আইস্টক



পড়তে মন্দ লাগে না, গল্প বলার মুনশিয়ানায়। হাসান জাহিদের ‘রাবু, ঘাসফড়িং ও ছায়াবীথির গল্প’ চিরাচরিত প্রেম ও বিরহের এক আবহমান যাপনকেই মরমি কলমে তুলে ধরেছে। হীরক সেনগুপ্তের ‘টুনি’ করোনা-কালীন উদ্বেগ-আতঙ্কের আবহেও এক মানবিক সম্পর্কের আখ্যান, যেখানে উজ্জ্বল হয়ে থাকে সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে ফুল্লরা ওরফে টুনি আর সাফাইকর্মীর মেয়ে জোজির অনাবিল বন্ধুত্ব আর যৌথ লেখাপড়ার অদম্য প্রয়াস। গ্রামের পটভূমিতে বোনা অনিরুদ্ধ চক্রবর্তীর ‘অব্যক্ত’ গল্পটিও এক স্নিগ্ধ মানবিক অনুভবের গুণেই মন ছুঁয়ে যায়। রাহুল রায়ের ‘চয়েস’ গল্পটি আবার অন্য স্বাদের। নকশাল আন্দোলনের সময় জন্ম নেওয়া এক চরিত্রের তিক্ত, ক্ষতবিক্ষত অতীত, লুকিয়ে-রাখা পরিচয়ের উন্মোচন—সব কিছু পেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত নির্যাতিতা মায়ের মৃত্যুকেই ‘সমাধান’ বলে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া আর পালক পিতার প্রতি দায়বদ্ধতা আর সহমর্মিতা—এ এক জীবনবোধের গল্প, যা একই সঙ্গে বাস্তব এবং দার্শনিক।

পরবাস-এ প্রকাশিত গল্পগুলির পটভূমি অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে চলেছেন যে সব লেখক, তাঁদের গল্প স্থান পেয়েছে আলোচ্য সংকলনে। যশোধরা রায়চৌধুরীর ‘শরণার্থী’ গল্পে মূর্ত হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন এক উদ্বাস্তু-সমস্যার নানা স্তর। কৌশিক সেনের ‘হিমঘরে একা’, লুনা রাহনুমার ‘উত্তমে অধম’, সম্বিৎ বসুর ‘দ্য লাস্ট সোনাটা’-র মতো একাধিক গল্প বাঙালির প্রবাস-যাপনের আবহে আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। সঙ্কলনে রয়েছে তিনটি অনূদিত গল্পও—প্রতিটিই ভিন্ন স্বাদের। জীবজন্তুদের চরিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে, ‘ফেবল’-এর আদলে লেখা ‘জঙ্গলের ভদ্রলোকেরা’—ক্ষমতার রাজনীতি আর

অধিকারের জটিল প্রশ্ন উঠে এসেছে এই গল্পে, যা এক ঝলকে জর্জ অরওয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস *অ্যানিমাল ফার্ম*-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। মূল আফ্রিকান গল্পটির লেখক জোমো কেনিয়াট্টা, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন ছন্দা চট্টোপাধ্যায় বিউট্রা। তায়েব সালিহ এবং সাদাত হাসান মান্টোর লেখা থেকে অনূদিত গল্পদু'টিও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

একটি সঙ্কলনের অন্তর্গত সব ক'টি গল্পই সমমানের সাহিত্যিক, মানবিক এবং বৌদ্ধিক উৎকর্ষে উত্তীর্ণ হবে, এমনটি সাধারণত হয় না। *পরবাস গল্প সংকলন*-ও তার ব্যতিক্রম নয়। কয়েকটি গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর একটু ভাবনাচিন্তার অবকাশ থাকলে ভাল হত। তবে অধিকাংশ গল্পই পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে সফল। সমগ্র সঙ্কলনটি পড়ে ওঠার পর একটি অভাববোধ রয়ে গেল—নিখাদ হাসির গল্পের অভাব। পরন্তপ বসুর 'অবন্ধু' বা সুবীর বসুর 'উত্তরবাহিনী'-র মতো দু'-একটি গল্পে হাস্যরসের আভাস রয়েছে, কিন্তু নির্মল হাসির গল্প সেগুলিকে বলা যায় না। জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতার আবর্তে এ জাতীয় গল্প আজকের দিনে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে, এ বিষয়ে সঙ্কলন-সম্পাদক এবং নির্বাচকের মনোযোগের প্রতিফলন পাওয়া গেলে, তা অন্য এক মাত্রা দিতে পারত গ্রন্থটিকে।

সামগ্রিকভাবে সঙ্কলনটি সু-সম্পাদিত এবং সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান মুখবন্ধে সমৃদ্ধ। "পাঠক-নির্ভর সমাপ্তির অনন্ত সম্ভাবনাতেই ছোট গল্পের চরম সার্থকতা যা এই সংকলনের গল্পগুলিতে প্রায়শই লক্ষণীয়"—লিখেছেন তিনি। কিছু কিছু গল্পের ক্ষেত্রে এই মন্তব্য যথার্থই প্রযোজ্য। নির্বাচিত গল্পগুলিতে আঙ্গিক ও শৈলীগত পরীক্ষানিরীক্ষার অনেক নিদর্শন থাকলেও, সেগুলি নিতান্ত 'ফর্মসর্বস্ব, গঠন-চাতুর্যের ভারে ভারাক্রান্ত' হয়ে ওঠেনি। দু'-একটি মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়া, ছাপা এবং বাঁধাই যথাযথ বলা যায়। সম্বিৎ বসু-কৃত প্রচ্ছদের অলঙ্করণ দৃষ্টিনন্দন। সব মিলিয়ে, আন্তর্জাল-মাধ্যম থেকে উদ্ভূত এই গল্প-সঙ্কলনের মুদ্রিত গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশের যাত্রাপথটি ঘুরেফিরে আসে চিরাচরিত 'বই পড়া'র ধারণায়। *পরবাস* সম্পাদকের কলমে জানা যায়, এ জাতীয় আরও কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশের ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য গল্প সঙ্কলনটি 'প্রথম খণ্ড'—অর্থাৎ পাঠকের মনে পরবর্তী খণ্ডের প্রত্যাশা জাগাই স্বাভাবিক। ডিজিটাল দুনিয়া থেকে ছাপার অক্ষরে ফেরার এই বাঁকবদলও আজকের দিনে প্রয়োজন, আর সেই প্রয়োজন অনুভব করে বইটি পাঠকদের দরবারে নিয়ে আসার কৃতিত্ব *পরবাস*-এর সম্পাদক এবং নির্বাচক গোষ্ঠীর অবশ্যই প্রাপ্য।